যুগান্তর

তারিখ 19 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষকদের পদোন্নতি

সরকারি কাজ জটিলতায় পূর্ণ— ইহাই নিয়ত লক্ষ্য করা যায় প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে। সরকারি কলেজের শিক্ষকগণও সেই জটিলতার নিগড় হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। তাহাদের মধ্যেও রাজনৈতিক দলাদলি আর অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের অনৈতিক প্রবণতা এমন প্যাঁড়া সৃষ্টি করিয়াছে, উহা হইতে দুর্নীতি শিকড় গাড়িয়াছে শিক্ষা প্রশাসনেও। আমলাদের প্যাঁচে পড়িয়া আড়াই বৎসর ধরিয়া পদোন্নতি স্থগিত হইয়া রহিয়াছে দেড় হাজার কলেজ শিক্ষকের। আড়াই বৎসর পূর্বে একাধিকবার পদোন্নতি সভার বৈঠক (ডিপিসি) ডাকা হইলেও কেবল সিদ্ধান্তহীনতার কারণে শিক্ষকগণ বঞ্চিত রহিয়া গিয়াছেন। আর কে না জানে, বঞ্চিত মানুষ দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজে কখনোই মনোযোগী হইতে পারেন না। পদোন্নতিবঞ্চিত শিক্ষকগণও পারেন না। তাহারা তীর্থের কাকের ন্যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাদের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। পত্রিকার খবরে বলা হইয়াছে, ২৭তম বিসিএসে উত্তীর্ণদের নিয়োগ দিবার পূর্বেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রভাষকদের পদোন্নতির বিষয়টি চূড়ান্ত সুরাহা করা হইবে। সত্যই যদি এই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, তবে ঐ বিষয়ে সরকারকে ধন্যবাদ জানানো যায়। মূল গোলমালটি লাগিয়াছে বিগত জোট সরকারের আমলে দলীয় বিবেচিত কতিপয় শিক্ষকের মদদদানের ফলে। ১৯৮১ সালের ঘোষিত বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস বিধিমালার শর্তাদি শিথিল করিবার মাধ্যমে বিনা পরীক্ষায় পদোন্নতি দেওয়া যাইবে, এইরকম একটি সিদ্ধান্তের ফলে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়া শিক্ষকদের একাংশ কালো ব্যাজ ধারণ, মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। ২০০৬ সালের ১১ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে একটি বিধি জারি করিলে সংশ্লিষ্টরা উহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। বিষয়টি আজও নিষ্পত্তি হয় নাই। দলীয় ক্ষমতা আর মদদদানের খেসারত দিতেছে প্রভাষক হইতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাইবার যোগ্যদের। শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক পরিস্থিতি যে নাজুক, শিক্ষক পদোন্নতি আটকাইয়া থাকা উহার একটি উদাহরণ মাত্র। দলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে শিক্ষা প্রশাসনকে বাহির করিয়া আনিতে না পারিলে সরকারি কলেজগুলির শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নহে। লক্ষণীয় বিষয় হইল, দেশের খ্যাতিমান কলেজগুলির তালিকায় সরকারি কলেজের সংখ্যা নিতান্তই কড়ে-আঙুলে গোনা যায়। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের অভিযোগ, সরকারি কলেজের শিক্ষকগণ পাঠদানে মনোযোগী নন কিংবা তাহারা রাজনীতির নাড়ি-নক্ষত্র বিশ্লেষণেই অধিক সময় ব্যয় করেন। অথচ মেধা ও মননের বিবেচনায় তাহারা বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশি যোগ্য। সরকারি কলেজের শিক্ষকগণ যে তাহাদের দক্ষতা-যোগ্যতা ক্লাসে ব্যয় করেন না, উহা এখন দিবালোকের ন্যায় সত্য। রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক অযোগ্য-অদক্ষ শিক্ষকই ঢাকার নামিদামি কলেজের বিভিন্ন পদ দখল করিয়া রাখিয়াছেন। ঢাকার কলেজগুলিতে যাহারা পড়াশুনা করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক সুযোগ পাইয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ সত্যই তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতেছেন কিনা, উহা মনিটর করা অতীব জরুরি। তাহা না হইলে সরকারি কলেজের মানোন্নয়ন সম্ভব নহে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানমুখী করিতে হইলে তাহাদের যথাসময়ে পদোন্নতি যেমন দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি নিবিড় প্রশিক্ষণসহ বিশেষ ইনসেনটিভ প্রদানের ব্যবস্থা থাকাও জরুরি। জ্যেষ্ঠতা নহে, দক্ষতা-যোগ্যতাই পদোন্নতির যথার্থ মাপকাঠি হইতে হইবে। কেননা রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক জুনিয়র শিক্ষকও দক্ষ-যোগ্য শিক্ষকদের কাঁধে চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এই সমস্যারও সমাধান করিতে হইবে জরুরি ভিত্তিতে।